গাংনীতে জিআর প্রকল্পের চাউল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় হতদরিদ্রের মাঝে জিআর(প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা ও অনাবৃষ্টি) প্রকল্পের বিশেষ বরাদ্দকৃত চাউল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার দুপুর ১২ টায় গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া আশ্রয়ন প্রকল্পে ৯০টি পরিবারসহ বিভিন্ন গ্রামে দুস্থদের মাঝে চাউল বিতরণ করা হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, উপজেলা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা (তহশিলদার) নুরুল হুদা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মটমুড়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের ৭ জন তাঁত শিল্পীদের মাঝে জিয়ার প্রকল্পের চাল বিতরণ করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

প্রতিটি পরিবারের জন্য যার প্রকল্পের ৩০ কেজি করে চাউল প্রদান করা হয়। এ সময় সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জানান, আমার আবেদনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত জিয়ার প্রকল্পের চাউল বিতরণ করা হয়েছে। এবং এ চাউল বিতরণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রথম দিনে ২৯৬ জনের মাঝে উক্ত প্রকল্পের চাউল বিতরণ করা হয়।
আসন্ন ইদুল আযহা উপলক্ষে চাউল পেয়ে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে পড়েন উপকারভোগীরা।

গাংনীতে আবেগঘন পরিবেশে

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে বিদায়

আবেগঘন পরিবেশে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসারকে (অবসর জনিত) বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারর সভাকক্ষে বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন করেন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা।

গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, হাড়াভাঙ্গা ডিএস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, মীর হাবিবুল বাশার ২০১৫ সালে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করে সুনামের সাথে তার কর্মময় জীবন শেষ করেন। এসময় তার পত্নি উপস্থিত ছিলেন।

শুধুমাত্র অটোবাইক ছিনতাইয়ের কারনে নৃশংস খুন হতে পারে না

শুধুমাত্র অটোবাইক ছিনতাইয়ের কারনে নৃশংস খুন হতে পারে না। এই ঘটনার আড়ালে কিংবা অদৃশ্য শক্তি কারা, তা খুঁজে বের করতে হবে।কি এমন ঘটেছিল যে তাকে এভাবে নির্মমভাবে খুন করতে হয়েছে? সার্বিক বিষয় নিয়ে আমাদের মুল সন্দেহ হোটেল মালিক। হোটেল মালিকের কারণেই এই হত্যাকান্ড। সে যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার হোটেলে কেনো এই নির্মম হত্যাকান্ড ঘটলো। আটকদের রিমান্ডে নিয়ে এসে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ঘটনার নেপথ্যে কারা আছে, অদৃশ্য

রহমানকে বাড়ি থেকে অটোবাইক সহ নিয়ে আসেন। তারপর থেকে নিখোঁজ হন আব্দুর রহমান।

জমির ক্ষেত দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন কৃষক আজিজুল

জমির ক্ষেত দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন মুজিবনগরের কোমরপুর গ্রামের কৃষক আজিজুল হক ভুটো। প্রায় দুই বিঘা জমির কলা বাগানের সব কাঁধি কেটে তসরুপাত করেছে দূর্বৃত্তরা।
বর্গা চাষী ভুটোর প্রায় ৯ শতাধিক কলার গাছে কাঁধি কেটে তসরুপ করায় তার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় কলার কাঁদি কেটে তসরুপাত করার এই ঘটনা ঘটে।
কৃষক আজিজুল হক ভূটো জানান নিজের কোনো যায়গা জিরাত নেই। তাই কোমরপুর গ্রামের বকুল বিশ্বাসের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে কলার আবাদ করেছেন তিনি। চাষ করতে গিয়ে ইতোমধ্যে অনেক ধার দেনা হয়েছে। আর কয়েকটা দিন পরই কলা বিক্রি শুরু হবে। ধার দেনা পরিশোধ করবেন। ভুটো বলেন, দুই বিঘা জমিতে প্রায় ৯ শতাধিক কলার গাছ রোপন করা হয়েছিল। প্রতিটি কলা গাছে কলার কাঁধি এসেছে। কলা মোটা তাজা হতে শুরু করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাতের আধারে দুর্বৃত্তরা ৯ শতাধিক কলার কাঁদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখে গেছে।

শনিবার সকালে কলার মাঠে গিয়ে এই দৃশ্য থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।
আজিজুল হক জানান ৯ শতাধিক কলার গাছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। খবর পেয়ে কোমরপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

হাটে পশু বেশি, ক্রেতা কম

মেহেরপুরে চাহিদার দ্বিগুণ কোরবানির পশু প্রস্তুত করেছে খামারিরা। ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে জেলার প্রতিটি বাড়ি খামারে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামগুলোর এমন কোন বাড়ি নেই, যেখানে কোরবানী উপযোগ্য দু একটি পশু নেই। কৃষি নির্ভর এ জেলায় পশুখাদ্য সহজলোভ্য হওয়ায় সখের বশেও এখান মানুষ গরু, ছাগল পালন করে থাকেন। কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে যে সকল পশু বিক্রির তোরজোড় থাকে তাদের মাঝে। কোরবানির শেষ সে সকল পশু পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারিরা।

মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের তথ্যমতে, জেলায় ২৯ হাজার ৪৩০টি বানিজ্যিক খামার ও প্রতিটি বাড়িতে গরু ছাগল পালন করা হয়। এসব খামার ও পারিবারিক খামার থেকে কোরবানিযোগ্য পশু উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫২০টি। কোরবানির জন্য মেহেরপুর জেলার চাহিদা রয়েছে ৯০ হাজার ১১২ টি পশু। বাকি প্রায় এক লাখ কোরবানিযোগ্য পশু ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছেন খামারীরা।

জেলার প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে দু-একটি করে গরু, ছাগল লালন-পালন হয়ে থাকে। প্রতিটি বাড়ির ব্যক্তিগত খামারে গরু-ছাগল-ভেড়া রয়েছে। মেহেরপুরে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারে অসংখ্য ছাগল ও ভেড়া পালিত হচ্ছে। কোরবানির ◌্ঈদকে লক্ষ রেখে বসতবাড়িতে দু-একটি গরু পালন করা প্রধান কাজ।

জেলার গরু খামারে দেশীয় জাতের পাশাপাশি নেপালী, অস্ট্রেলিয়ান, ফিজিয়ান, হরিয়ানাসহ নানা জাতের গরু মোটাতাজা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার মালশাদহ গ্রামের গরু খামারি মনজুরুল ইসলাম বলেন, আমার খামারে ২৭টি গরু পালছি। ৪০ লাখ টাকার গরু বিক্রি করেছি। আমার খামারে এবছর পাকিস্তানী সাওয়াল ও দেশী গরু ছিল। গরু বিক্রিতে আমি ভাল দাম পেয়েছি। গরুকে দেশী ঘাস, সুষম খাবার ও খুদ কুড়া খাওয়ানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের গরু খামারী জোয়াদ আলী। এলাকার সব চেয়ে বড় খামারী হিসেবেই পরিচিত জোয়াদ আলী। তার খামারে এখন পর্যন্ত অর্ধশতাধিক গরু রয়েছে।

বলেছিল ৮০ হাজার টাকা। আর আজকের হাটে দাম বলছে ৬০-৬৫ হাজার টাকা।

বামন্দী পশুহাটে ঢাকা থেকে গরু ক্রয় করতে এসেছেন হাজী আবু সাইদ। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত গরু রয়েছে। পছন্দ মতো গরু কম দামেই কিনতে পেরেছি। আমি প্রতি বছর এই পশুহাট থেকে কোরবানির পশু কিনে নিয়ে যায়। আমারা চার ভাই চারটি গরু কিনেছি তবে খুব একটা বড় না, মাঝারি গরু কিনেছি।

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার আমিরুল ইসলাম শেখ বলেন, আমরা সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। পুলিশের টিম রয়েছে। যাতে করে কোন বেপারী ও খামারিদের কোন হয়রানি না হয় সেজন্য আমরা সতর্ক রয়েছি। আর রাজধানী ঢাকা থেকে অনেক ক্রেতা এসেছিল তবে আজ খুব কম ক্রেতা রয়েছে জেলার বাইরের। তারা গত হাটে তাদের পছন্দ মতো গরু কিনে চলে গেছে অনেকেই।

মেহেরপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা (ডিএলও) সাইদুর রহমান বলেন, জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাবমতে কোরবানিযোগ্য পশু হিসেবে ষাড়-বলদ-গাভী মিলিয়ে ৫৮ হাজার ৮৬৬টি গরু, ৫৯৫টি মহিষ, ১ লাখ ২৮ হাজার ১৬৯টি ছাগল এবং ২ হাজার ৮৯০টি ভেড়া রয়েছে। যা জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানি পশুর চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এবার জেলায় কোরবানির উদ্বৃত্ত পশুর সংখ্যা ১ লাখ ৪০৮টি। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে দ্বিগুনেরও বেশি পশুর যোগান রয়েছে মেহেরপুরে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখে পরাশক্তি পর্যন্ত মহাষড়যন্ত্র করছে——-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে তার বাড়ির সামনে থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা

এম এ খালেক, সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, এম এ হালিম, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান, কুতুপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর সালাম বাঁধন প্রমুখন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

উড়ে এসে জুড়ে বসা কোনো এমপি মেহেরপুরবাসি চায় না

জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, আওয়ামীলীগের প্রকৃত নেতা কর্মীদের মুল্যায় হচ্ছেনা। হাইব্রীড নেতারা মনে করছেন তারাই সব কিছু। এক সময় যারা মেহেরপুরে মিটিং মিছিল করেছেন আগামীতে তারাই থাকবে। হাইব্রীড নেতারা থাকবে না। তারা ভোট করবেনা। এইসব ত্যাগী নেতা কর্মীরাই ভোট করবে। তাই এসব ত্যাগী নেতা কর্মীদের মুল্যায়ন করতে হবে। প্রধান মন্ত্রী, দলের সেক্রেটারী ওবায়দুল কাদের ও কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন তৃণমুলের ত্যাগী নেতা কর্মীদের মুল্যায়ন করতে হবে।
জেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ৭৪তম জন্মবার্ষিকীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, আজকের মঞ্চে চমক দেখেন । আরও চমক আছে, ঈদের পরে আরও চমক দেখানো হবে। সামসুজ্জোহা পার্কে সেই চমক দেখাতে পাবেন। যারা জেল খেটেছেন, বোমা খেয়েছেন, দিনে তিনবার হরতাল মিছিল করেছেন তাদের মুল্য নেই। আজকে যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, চারটি হাইব্রীড নিয়ে মন্ত্রী তার এমপিত্ব ফলাচ্ছেন। এজন্য তৃণমুলের কারো মুল্য নেই। সামনে নির্বাচন আসছে। মুল্য আছে কিনা

সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, বিল্পব হোসনে।
এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।
পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি মিছিল বের করা হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে সদর উপজেলা পরিষদ থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক হয়ে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। র্যালী শেষে কেক কাটা হয়।

মেহেরপুরের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন গুরতর অসুস্থ

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আলহাজ্ব মো: জয়নাল আবেদীন গুরতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি চিকিৎসকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন। বর্তমানে তিনি কেবিন রয়েছেন।

জয়নাল আবেদীনের শ্যালক নুরুল ইসলাম জানান,‘তিনি কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। একবার ডায়ালসিস করা হয়েছে। তিনি দুই সপ্তাহ যাবৎ সোহরাওয়ার্দি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন । পরিবারের পক্ষ থেকে সুস্থতা কামনা করে দোয়া চেয়েছেন সকল কাছে।

জয়নাল আবেদীন ১৯৫৪ সালে মেহেরপুরের বাগোয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

তিনি মেহেরপুর-১ (সদর–মুজিবনগর) আসন থেকে ২০০৮ সালে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য। নবম জাতীয় সংসদে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।

মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করতে থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান

“মাদককে না বলি মাদক মুক্ত সমাজ গড়ি” ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে থানা পুলিশ মাদকবিরোধী সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর থানা চত্বর থেকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা এর নির্দেশে এবং মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেলের তত্ত্বাবধায়ানে এক ঝাঁক পুলিশ সদস্যদের নিয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেল জানান, মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স, মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের কোন ছাড় নাই। যুব সমাজকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার প্রত্যয়ে মুজিবনগর উপজেলা কে মাদক মুক্ত করতে মাদকসেবী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই সর্বাত্মক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর থানা বার্ষিক পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

রাফিউল

মেহেরপুর থানা বার্ষিক পরিদর্শন করেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা। গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর সদর থানায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে থানার বিভিন্ন বিষয় খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনকালে থানার গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি, অপমৃত্যু মামলা নিষ্পত্তি, ওয়ারেন্ট তামিল ও নন-এফআইআর প্রসিকিউশন দাখিলে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনবান্ধন পুলিশী কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং মতবিনিময় সভা, ওপেন হাউজ ডে সভা এবং বিট পুলিশিং সচেতনতামূলক সভা/উঠান বৈঠকের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল), আজমল হোসেন, শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার এমদাদ হোসেন বিপুল ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও থানার অফিসার ও ফোর্স।